

## সৌদি আরব-১ : সংস্কার কি আল্লাহর হাতে?

কুদ্দুস খান

গত ২১ শে এপ্রিল সৌদি আরবে আবার সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। আর এ হামলার লক্ষ্যস্থল ছিল সৌদি পুলিশের সদর দফতর। এ হামলায় পুলিশ সদর দফতরের ৬ তলা বিল্ডিং ধ্বংসে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে, মোট ৮ জন লোক নিহত হয়েছে, ১৫০ জন আহত হয়েছে। সব চেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে এই যে এতে সৌদি জনগণের মনবল একেবারে ভেংগে গেছে। বাইরে থেকে অনেকবার বলা হয়েছে এবং প্রচুর লেখা-লেখিতে বলা হয়েছে সৌদি রাজ প্রশাসন সাধারণ জনগণের নাগরিক অধিকার হরণ করছে, তাতে সৌদি জনগণের বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় নাই, কেননা সৌদি জনগণ তাদের নাগরিক অধিকারের চেয়ে রাস্তার সন্ত্রাসমুক্ত নিরাপদ জীবন-যাপনটাই ভালবাসতেন। ৯-১১ ঘটনায় জড়িত প্রায় সব ক'জন সন্ত্রাসী ই সৌদি নাগরিক, এ'নিজে সৌদি আরবের বিশেষ কোন মাথাব্যথা লক্ষ্য করা যায় নি বরং তারা খুশিতে আটখান হয়েছে। কেননা তারা তাদের সমস্ত সমস্যার জন্য আমেরিকান 'ইনফিডেল'দের ই দায়ী করতে ভালবাসেন। গত বছরের নভেম্বরে রিয়াদের হাউজিং কম্প্লেক্সের সন্ত্রাসী আক্রমণ কে সৌদি জনগণ অন্য চোখে দেখেছিল, যদিও সে আক্রমণে ৫২ জন লোক নিহত হয়েছিল। সৌদি নাগরিকদের সাধারণ ভাবে বিশ্বাস ছিল, সেই আক্রমণ করা হয়েছিল মূলতঃ বিদেশী বা 'ইনফিডেল'দের উদ্দেশ্য করে, যদিও সৌদি নাগরিকও এতে নিহত হয়েছিল। কিন্তু এবারের অর্থাৎ ২১ এপ্রিলের সন্ত্রাসী আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল সৌদি পুলিশ বাহিনী। সৌদি জনগণ এবারই প্রথম বারের মত বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে মুসলিম উগ্রবাদী সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে তাদেরও পরিত্রাণ নেই।

সৌদি আরবের একটি নিজস্ব 'ট্রাইবাল' জীবন পদ্ধতি রয়েছে। সৌদি রাজ পরিবার ও তাদের সহযোগী ওহাবী ধর্মীয় সম্প্রদায় এই 'ট্রাইবাল' পদ্ধতিকে বিশ্বের সেরা জীবন পদ্ধতি বলে প্রচার করে এসেছে, আর এটাই ইসলাম ধর্ম ও বিশ্বের সেরা জীবন ব্যবস্থা বলে গত ৭০ বছর যাবত প্রচার করা হয়েছে। সৌদি আরবের শিশু তার জন্মের পর থেকে ২টি তথাকথিত চরম সত্য জেনে এসেছে, আর তা হচ্ছে (১) তাদের ধর্ম বা জীবন পদ্ধতি বিশ্বের শেরা জীবন পদ্ধতি (২) তাদের ধর্ম বা ওহাবী ইসলাম কে সমালোচনা করা গুনাহ বা নিষিদ্ধ। চার 'জেনারেশন' যাবত সৌদি শিশু যারা বড় হয়ে নাগরিক হয়েছেন, তারা জেনে এসেছে সৌদি বা তাদের নিজেদের সমাজ ও ধর্ম সমালোচনার উর্ধে, তার অর্থ হচ্ছে অন্য ধর্ম, সমাজ, বিজ্ঞানের সহিত নিজেদের সমাজ ব্যবস্থার তুলনামূলক সমালোচনা করার মানসিক প্রস্তুতি তাদের হয়ে উঠে নাই। বিজ্ঞান প্রযুক্তির সাহায্যে অন্যান্য সমাজ যখন উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে, তখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিহীন সৌদি নাগরিক জেনে এসেছে তাদের পশ্চাতপদ সমাজ ই বিশ্বের সব চেয়ে সেরা। ফল যা হবার তাই হয়েছে; সৌদি সমাজ প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও বিজ্ঞানে আধুনিক বিশ্বের তুলনায় ১০০ বছর পিছিয়ে আছে। এপ্রসঙ্গে জাতীসংঘের ২০০৩ AHDR রিপোর্টে বলা হয়েছে "the quality of higher education is declining and enrollment is down. Public spending on education has declined since 1985. Expenditure on research and development is a tiny 0.2 percent of GNP, and there is a "political and social context inimical to the development of science." The number of scientists and engineers per capita is a third of the world average. The number of computers per capita is a quarter of the global average. The number of newspapers published per capita is a fifth of that of developed countries, and the little news that is disseminated is controlled and restricted. The few books that are published are censored, and the proportion of religious books produced is three times the world average. The number of books translated into Spanish each year is one thousand times the number translated into Arabic."

সৌদি আরবে প্রায় ৪৫% ভাগ নাগরিক তাদের নাম সই করতে পারেনা। কর্মক্ষম বিরাট সংখ্যক নাগরিক বেকার। বহু বিবাহের কারণে জনুর হার বিশ্বের সর্ব উচ্ছে। মোট কথায় সৌদি আরব একটি সার্বিক ‘এনার্কি’র কাছাকাছি। কিন্তু সৌদি জনগণ জেনে এসেছে তাদের দেশ, তাদের রাজা ও তাদের সংস্কৃতি বিশ্বের সেরা ও অপরিবর্তনীয়। অথচ সৌদি আরব কে বাঁচতে হলে অবশ্যই তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন করতে হবে।

প্রাকৃতির সাধারণ নিয়ম হচ্ছে যে – যে বদলায় সে ই বাচে, আর যে বদলায় না সে ধ্বংস হয়। যেমনটি হয়েছে ডাইনোসরের ব্যাপারে, তারা বদলাতে পারেনি বলে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। চার জেনারেশন যাবত সৌদি নাগরিক জেনে এসেছে যা কিছু ভাল তা হচ্ছে তাদের সমাজ ব্যবস্থায়, আর যা কিছু খারাপ তা হচ্ছে আমেরিকান বা পশ্চিমী সমাজ ব্যবস্থায়। সেই সমাজের নাগরিককে যখন আধুনিকতা বা পরিবর্তনের কথা বলা হয়, আর সে পরিবর্তন যদি আমেরিকার অথবা ইসরাইলের মত আধুনিক দেখায়, তা’হলে তা মেনে নেয়া সৌদি নাগরিকের পক্ষে দুষ্কর আর কষ্টকর ও তার বিরুদ্ধে বোমাবাজি করাই স্বাভাবিক।

সৌদি রাজ পরিবার গত ৮ জেনারেশন যাবতই সৌদি নাগরিকদের বলে এসেছেন সমস্ত সমস্যার মূল কেন্দ্র ভূমি হচ্ছে আমেরিকা, তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান। আর এখন হঠাৎ করেই যদি পরিবর্তনের কথা বলা হয়, আর সে পরিবর্তনটি যদি দেখতে আমেরিকান বা ইসরাইলের মত হয়, তা সৌদি নাগরিকদের গ্রহন করার সংগত কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না।

আজ যদি সৌদি আরবে নির্বাচন হয় তা’হলে বিন লাদের ই বর্তমান রাজার চেয়ে বেশী ভোট পেয়ে রাজা নির্বাচিত হবেন। কেননা সৌদি আরবের নাগরিকগন তাদের আদি-অকৃত্তিম ‘ট্রাইবাল’ সংস্কৃতির ওহাবী ইসলাম সংস্কৃতি নিয়েই বাঁচতে চান। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আধুনিক বিশ্বে এই সমাজ ব্যবস্থা আকেবারেই অচল, এছাড়া সৌদি আরবের অর্থনীতি প্রায় ধ্বংসের কাছাকাছি, রাজপরিবারকে টিকে থাকতে হলে অবশ্যই এর আমূল সংস্কার করতে হবে। আর এই সংস্কার করতে গেলেই ‘সুইসাইড’ বা আত্মঘাতী বোমার আক্রমণ হবে, কেননা সৌদি নাগরিক গত ৮ ‘জেনারেশন’ ধরে যা শিখে আসছে তার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক কারণেই যেতে পারছে না। অর্থাৎ, সৌদি নাগরিকদের mindset নতুন পরিবর্তন গ্রহন করতে পারছেন না।

তা’হলে এই সমস্যার সমাধান কোথায়? এই প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই? সৌদি জনগণের এই mindset পরিবর্তন হতে হয়ত এক সুদীর্ঘ যুদ্ধ যাত্রার দরকার হবে অর্থাৎ হাজার হাজার বোমাবাজীর ঘটনাই ঘটবে। আর এই যুদ্ধ হবে আধুনিক চিন্তাধারার প্রগতিবাদীদের সাথে পশ্চাতপদ ওহাবী চিন্তাধারার মোল্লাদের। আর তা যদি না হয়, জাতী হিসাবে হয়তো সৌদি আরব বেঁচে থাকবে কিনা সেটা শুধু আল্লাই বলতে পারেন।